আমাদের সময়

তারিখ 21 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উত্তরণে উদ্যোগের বাস্তবায়ন নেই

অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের খসড়া করতেই পাঁচ বছর

এম এইচ রবিন ●

দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৫টি। দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো শাখা ক্যাম্পাস। এর মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই সার্টিফিকেটসর্বস্ব লেখাপড়ার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রতারিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। মানহীন এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার মান উত্তরণে সরকারের উদ্যোগ ছিল অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করার। কিন্তু এ আইনের খসড়া করতেই পাঁচ বছর কেটে গেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, পাঠ্যক্রম ও গবেষণা পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন তদারকির জন্য আছে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল। এদিকে শুধু দেশেই নয়, আমাদের শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সমমান করতে এবং দক্ষ জনবল তৈরিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য ২০১০ সালে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' প্রণয়ন করা হয়। একই বছর তৈরি করা হয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'। এরই ধারাবাহিকতায় উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয় একটি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের। কিন্তু সে উদ্যোগ এখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অতিরিক্ত সচিব হেলাল উদ্দিন আমাদের সময়কে বলেন, আইনের খসড়া তৈরি হয়েছে। চূড়ান্ত করতে শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে। আশা করছি, শিগগির তা চূড়ান্ত করে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা যাবে।

আইন প্রণয়নে বিলম্বের কারণ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, কাজের ধারাবাহিকতা ছিল না। অনেক দিন ধরে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অনিয়মে জর্জরিত কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও চায়নি এমন একটি আইনের আধিপত্যে তারা আসুক। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তো এখনো আইনের শর্তই পূরণ করতে পারেনি। সূত্র জানায়, সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদানের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল করার ঘোষণায় নড়েচড়ে বসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এখন তোড়জোড় চলছে খসড়া আইন চূড়ান্তের।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠেছে। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ভর্তি-বাণিজ্য, সনদ বিক্রি বা সনদসর্বস্ব শিক্ষার অভিযোগ আছে। আবার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দখলদারিত্ব ও মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মানে যথার্থতা এবং অগ্রগতি নেই। যত দ্রুত এই কাউন্সিল করা হবে, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।

জানা গেছে, 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল অব বাংলাদেশ অ্যাক্ট-২০১৫' শিরোনামে খসড়া প্রস্তুত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। খসড়ায় বলা হয়েছে– ১ জন চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্য ২ জন এবং ২ জন অবৈতনিক সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এ কাউন্সিল। অ্যাক্রিডিটেশন সার্টিফিকেট ছাড়া কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসপেক্টাস বা ব্রশিওরে উল্লেখ করতে পারবে না যে, প্রতিষ্ঠানটি অ্যাক্রিডিটেশনপ্রাপ্ত। কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে কোনোরূপ ভুল তথ্য উপস্থাপন বা তথ্য গোপন করলে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে। খসড়া আইনের ১৩ ধারার উপধারা ১, ২, ৩, ৪-এর শর্ত ভঙ্গ করে দোষী প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা জরিমানা; অথবা সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড; অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠিত হলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসম্মত শিক্ষাদানে কোন স্থানে কিংবা কার কোন ডিগ্রি কতটা মানসম্পন্ন তা নিয়মিত প্রকাশ করা যাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের আর প্রতারিত হতে হবে না। তিনি আরও বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় রেটিং চালু করা জরুরি। অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের মাধ্যমেই লেখাপড়ার মান রেটিং করা হবে। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটওয়ারী বলেন, সরকারের অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে কাউন্সিলের কার্যক্রম যেন শতভাগ স্বচ্ছ হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে।